সংবাদ

তারিখ 05 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

১২৫ জন শিক্ষকের মুখ্য পেশা হচ্ছে রাজনীতি : কোরেশী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের (পিডিপি) সমন্বয়কারী ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বলেছেন জনসমর্থন না থাকলে শুধু বর্তমান সরকার নয় যেকোন সরকারই ব্যর্থ হতে পারে। দেশের স্বার্থে বর্তমান সরকারকে সফল হতেই হবে। তিনি অভিযোগ করেন, স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক ২ দলে বিভক্ত হয়ে গত

পেশা : পৃঃ ২ কঃ ৪

পেশা : রাজনীতি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

দুই যুগ ধরে এককালের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করে রেখেছেন।

গতকাল দৈনিক দেশবাংলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন ফেরদৌস আহমদ কোরেশী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাজী ফিরোজ রশীদ, কামরুন নাহার জাফর, নূর মোহাম্মদ খান, তজমুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

এই সরকার ব্যর্থতার দিকে যাচ্ছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি মনে করি এই সরকার ব্যর্থ হওয়ার কোন উপায় নেই। এই সরকার ব্যর্থ হলে দেশ গভীর অমানিশায় নিমজ্জিত হবে। কাজেই এ সরকারকে সফল হতেই হবে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ থেকে ১২৫ জন শিক্ষক আছেন যাদের মুখ্য পেশা রাজনীতি। তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গত ২ যুগ এককালের এ বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করে রেখেছেন। দুই রঙা শিক্ষক রাজনীতিকরা পালাক্রমে ক্ষমতাসীন দলের অনুকম্পায় পালাক্রমে ভিসি, প্রো-ভিসিসহ উচ্চপদগুলো দখল করেন। এসব শিক্ষক রাজনৈতিক অনুকম্পার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে এমনকি ছাত্রদের কাছে পর্যন্ত ধরনা দেন। সেজন্য অনেকে এসব শিক্ষককে কদমবুচি শিক্ষক নামে অভিহিত করে থাকে। এসব স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক নিতান্তই স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলবাজি করছেন এবং আমাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছেন।

তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে প্রদত্ত রাজনীতি করার অধিকারের সুযোগ নিয়ে শিক্ষক-রাজনীতিকরা সুযোগের অপব্যবহার করেছেন। ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিধান বাতিল এবং প্রয়োজনীয় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংরক্ষণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানির ওপর শুল্কারোপ এবং সাধারণ মানুষ, ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ীদের পুঁজি ও ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ওপর ঢালাওভাবে করারোপ সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বলেন, ছোটখাটো সব ধরনের মামলা জরুরি ক্ষমতা আইনে নিলে সরকারের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বৈরী সম্পর্ক তৈরি হবে। তিনি বলেন, জরুরি আইনের আওতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর মনোভাবের প্রেক্ষাপটে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা কোন কোন ক্ষেত্রে অতিউৎসাহী হয়ে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন যা এরই মধ্যে সরকারের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে একবারেই সাধারণ ছোটখাটো অভিযোগকেও জরুরি ক্ষমতা আইন ও দ্রুতবিচার আইনে নেয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।